গৃহপালিত পশু-পাখির রোগব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি

প্রফেসর ড. মো. জালাল উদ্দিন সরদার

ভিতরে দুই কালার দেখে ক্রয় করুন

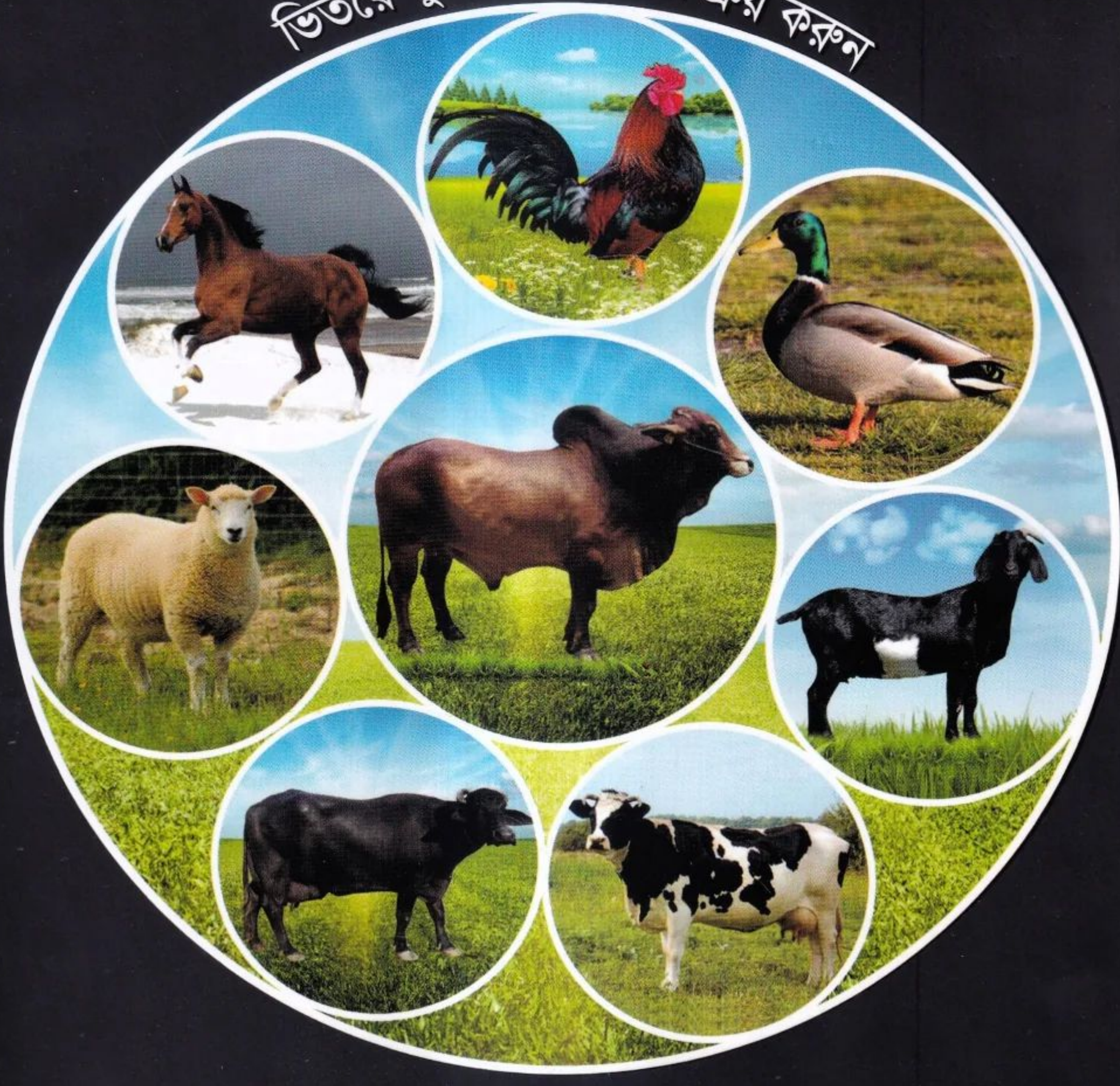

নূর পাবলিকেশন্স
৩৭, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচীপত্র

পার্ট-১

ভেটেরিনারি চিকিৎসার জন্য মৌলিক জ্ঞান

FUNDAMENTAL KNOWLEDGE FOR VETERINARY TREATMENT

❐	ভূমিকা (Introduction)	১
❐	পশু রোগ ও মেডিসিন (Animal Diseases and Medicine)	৩
❐	প্রাণি রোগ কি? (What is Animal Disease)	৩
❐	রোগের কারণসমূহ (Causes of Diseases)	৩
❐	মেডিসিনের সংজ্ঞা (Definition of medicine)	৫
❐	ভেটেরিনারি সায়েন্স কি? (What is Veterinary Science)	৬
❐	পশু বিজ্ঞান এর উপকারিতা (Advantages of Veterinary Science)	৬
❐	ভেটেরিনারি চিকিৎসার ইতিহাস (History of Veterinary treatment)	৭
❐	মেডিসিনের কিছু পরিভাষা (Common terms of Medicine)	৮
❐	ভেটেরিনারি চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (Necessary Equipments for Veterianry Treatment)	১০
❐	চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Useful Instruments for treatment)	১০
❐	দরকারি ভেটেরিনারি ঔষধপত্র (Useful Veterinary medicine)	৩০
❐	ভেটেরিনারি চিকিৎসার জন্য বইয়ের নাম (Name of books for Veterinary treatment)	৩৫
❐	প্রাণীর রোগ নির্ণয় পদ্ধতি (Mehtods of Disease Diagnosis in Animal)	৩৭
❐	সুস্থ পশুর বৈশিষ্ট্য (Signs of good health in animal)	৩৭
❐	রোগ নির্ণয় পদ্ধতি (Method of Disease Diagnosis)	৩৮
❐	শারীরিক পরীক্ষা (Physical examination)	৪৪
❐	বিশেষ পরীক্ষা (Special examination)	৪৬
❐	গবেষণাগারে রোগ নির্ণয় (Laboratory Diagnosis of Diseases)	৪৯
❐	পশুর রোগ নির্ণয়ে ময়না তদন্ত পরীক্ষা (Disease Diagnosis by Postmortem Examination)	৫০
❐	পশু নিয়ন্ত্রন (Restraint of Animals)	৫৩
❐	প্রাণির দৈহিক ওজন নির্ণয় পদ্ধতি (Methods of Determination in Animal Weight)	৬৬

❐	পশুর বয়স নির্ণয় (Age Determination of Animals)	৭১
❐	প্রাণিকে ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি (Administration of Drugs in Animal)	৭৬
❐	প্রাণি চিকিৎসায় ঔষধ ব্যবহারে কতিপয় নিয়মাবলী (Important ruls of Drugs during used of animals)	৮৩
❐	বাংলাদেশে ভেটেরিনারি চিকিৎসার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Education Institute for Veterinary Treatment in Bangladesh)	৮৫

পার্ট-২

গৃহপালিত পশুর রোগ-ব্যাধি ও তাদের চিকিৎসা
DOMESTIC ANIMAL DISEASES AND THEIR TREATMENT

❐	**গরু-মহিষের রোগব্যাধি (Diseases of Cattle and Buffalo)**	৯১
❐	**ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগসমূহ (Diseases Caused by Bacteria)**	৯১
	ওলান প্রদাহ (Mastitis)	৯৩
	গ্যাংগ্রিনাস ওলানফোলা রোগ (Gangrenous Mastitis)	১০২
	বাটে রক্ত আসা (Bleeding from teat)	১০৭
	বাটের ছিদ্র বন্ধ থাকা (Teat block)	১১০
	ওলানের ইডিমা (Udder Edema)	১১৩
	দুধ না হওয়া বা কমে যাওয়া (Agalactia)	১১৬
	তড়কা (Anthrax)	১১৮
	গলাফুলা রোগ (Haemorrhagic Septicemia/HS)	১২১
	বাদলা রোগ (Black quarter/BQ)	১২৪
	ধনুষ্টংকার রোগ (Tetanus)	১২৭
	বাছুরের সাদা উদরাময় (Calf Scour/Colibacillosis)	১২৯
	ডার্মাটোফিলোসিস (Dermatophilosis)	১৩১
	ফুট-রট (Foot-rot)	১৩৩
	এ্যাকটিনোমাইকোসিস (Actinomycosis)	১৩৫
	জোন'স রোগ (Johne's Disease)	১৩৮
	যক্ষা (Tuberculosis)	১৩৯
	নাভীরোগ (Navel ill)	১৪২
	জয়েন্ট ইল (Joint ill)	১৪৪
	সালমোনেলোসিস (Salmonellosis)	১৪৬
	সংক্রামক গর্ভপাত (Infectious Abortion)	১৪৭

	ব্রুসেলসিস (Brucellosis)	১৫০
	লেপ্টোস্পারোসিস (Leptospirosis)	১৫২
	দাউদ রোগ (Ring worm)	১৫৩
❒	**ভাইরাস জনিত রোগসমূহ (Diseases Caused by Virus)**	১৫৬
	ক্ষুরা রোগ/এফ.এম.ডি (Foot and Mouth Disease /F.M.D)	১৫৬
	লাম্পি স্কিন ডিজিজ (Lumpy Skin Disease)	১৬১
	জলাতঙ্ক রোগ (Rabies)	১৬৬
	গো-বসন্ত/রিন্ডারপেস্ট (Rinderpest)	১৬৯
	বোভাইন ইফিমেরাল ফিভার (Bovine Ephemeral Fever)	১৭১
	আঁচিল রোগ (Warts/Papillomatosis)	১৭৪
	ওলানে বসন্ত/আডার পক্স (Cow pox /Udder pox)	১৭৭
	বোভাইন মিউকোসাল ডিজিজ (Bovine Mucosal Disease)	১৭৯
❒	**পরজীবি সৃষ্ট রোগসমূহ (Diseases Caused by Parasites)**	১৮২
❒	**অন্তঃপরজীবি (Internal Parasits)**	১৮২
❒	**পাতাকৃমি সৃষ্ট রোগসমূহ (Diseases caused by Trematodes /Flukes)**	১৮৩
	কলিজার পাতাকৃমি (Liver Fluke)	১৮৩
	রক্তের পাতাকৃমি (Blood fluke)	১৮৭
	সিষ্টোসোমিয়াসিস (Schistosomiasis)	১৮৮
	নেজাল গ্রানুলোমা (Nasal Granuloma)	১৮৯
	রুমেন কৃমির সংক্রমন (Rumen Fluke Infestation)	১৯১
❒	**গোলকৃমি সৃষ্ট রোগসমূহ (Diseases caused by Round worms/ Nematodes)**	১৯৩
	কেঁচো কৃমি বা বড় গোলকৃমি (Nematode / Round worm)	১৯৩
	পাকন্দ্রিয় গোলকৃমি (Stomach Worm)	১৯৬
	স্টোনজাইলোয়েডিয়াসিস (Strongyloidosis)	১৯৮
	কাঁধে ঘা/হাম্প সোর (Humpsore /Stephanofilariasis)	২০০
❒	**ফিতা কৃমিজনিত রোগ (Diseases caused by tape worm)**	২০২
	মনিজিয়া (Moniezia spp)	২০২
	মাল্টিসেপস মাল্টিসেপস (Multiceps multiceps/Taenia multiceps)	২০৬
	কৃমির ঔষধ ব্যবহার করার সাধারণ নিয়মাবলী	২০৮

❐	**বহিঃপরজীবি (External Parasits)**	২০৯
	উকুন, আঠালী ও মাইটের আক্রমন (Lice, Tick and Mite infestation)	২০৯
	উকুন (Lice)	২০৯
	পোকা পড়া (Myiasis)	২১৩
	আঠালী (Tick)	২১৫
	মাইট (Mite)	২২০
	সারকোপটিক মেঞ্জ (Sarcoptic Mange)	২২২
	ডেমোডেকটিক মেঞ্জ (Demodectic mange)	২২৩
	সোরোপটিক মেঞ্জ (Psoroptic mange)	২২৪
	কোরিওপটিক মেঞ্জ (Chorioptic mange)	২২৬
	অটোডেকটিক মেঞ্জ (Otodectic mange)	২২৭
❐	**প্রোটোজোয়া জনিত রোগ (Diseases Caused By Protozoa)**	২৩১
	ব্যাবেসিওসিস (Babesiosis)	২৩২
	এনাপ্লাজমোসিস (Anaplasmosis)	২৩৭
	থাইলেরিয়োসিস (Theileriosis)	২৩৯
	ট্রাইকোমোনিয়াসিস (Trichomoniasis)	২৪২
	কক্‌সিডিওসিস /রক্ত আমাশয় (Coccidiosis/ Red Dysentry)	২৪৫
	ব্যালানটিডিয়াসিস (Balantidiasis)	২৪৭
	টক্সোপ্লাজসমা (Toxoplasma)	২৪৮
❐	**অপুষ্টিজনিত ও বিপাকীয় রোগ সমূহ (Nutritional Deficiency And Metabolic Diseases)**	২৫২
	দুগ্ধজ্বর / মিল্ক ফিভার (Milk fever)	২৫২
	ল্যাকটেশন টেটানী (Grass tetany)/হাইপোমাগনেসিমিক টিটানি বা হোলমিল্ক টিটানি	২৫৩
	কিটোসিস (Ketosis)	২৫৫
	ডাউনার'স কাউ সিনড্রোম (Downer's cow syndrome)	২৫৬
	পিকা (Pica)	২৬০
	ম্যাডকাউ রোগ (Mad cow disease)	২৬১
❐	**প্রাণির বিষক্রিয়াজনিত রোগসমূহ (Diseases of Animal Due to Poisons)**	২৬৩
	কীটনাশক বিষক্রিয়া (Insecticide Poisoning)	২৬৩

	নাইট্রেট ও নাইট্রাইট বিষক্রিয়া (Nitrate and Nitrite Poisoning)	২৬৫
	ইউরিয়া বিষক্রিয়া (Urea poisoning)	২৬৭
	আর্সেনিক দ্বারা বিষক্রিয়া (Arsesnic Poisoning)	২৬৮
	বিষাক্ত গাছ-গাছড়া দ্বারা বিষক্রিয়া (Plant poisoning)	২৭১
	বাংলাদেশের গবাদিপশুতে বিষক্রিয়ার জন্য দায়ী গাছ-গাছড়া সর্ম্পকে একটি পর্যালোচনা	২৭২
❒	**প্রাণির প্রজনন তন্ত্রের রোগসমূহ (Diseases of Reproductive System in Animals)**	২৯১
	ভূমিকা (Introduction)	২৯১
❒	**স্ত্রী পশুর প্রজনন তন্ত্রের রোগসমূহ (Diseases of Female Reproductive System in Animals)**	২৯১
	গর্ভপাত (Abortion)	২৯১
	গরম বা ডাক না আসা (Anestrum)	২৯৪
	সাময়িক বন্ধ্যাত্ব (Infertility)	২৯৬
	পুনঃপুনঃ গরম হওয়া (Repeat Breeding)	২৯৮
	গর্ভফুল আটকে যাওয়া (Retained Placenta)	৩০০
	যোনী/জরায়ু বের হয়ে যাওয়া (Vaginal/Uterine Prolapse)	৩০৪
	জরায়ু প্রদাহ (Metritis/Endometritis)	৩০৮
	পুঁজ জরায়ু (Pyometra)	৩১০
	প্রসব বিঘ্ন (Dystocia)	৩১১
❒	**পুরুষ প্রাণির জনন অঙ্গের রোগসমূহ (Diseases of the male genital system in animals)**	৩১৯
	ব্যালানোপোসথাইটিস (Balanoposthitis)	৩১৯
	অণ্ডকোষ প্রদাহ (Orchitis)	৩২০
	ফাইমোসিস (Phimosis/Phymosis)	৩২২
	বৃহমুদা (Paraphimosis / Paraphymosis)	৩২৩
❒	**সংকর জাতের বাছুর গরুর রোগ ও তার সাম্ভাব্য প্রতিকার (Diseases of Cross-Sred Calf and its Remedy)**	৩২৫
	ভূমিকা (Introduction)	৩২৫
	জন্মের পর বাছুর উঠে না দাঁড়ানো (Inability to rise after birth of calf)	৩২৫

	সদ্যজাত বাছুর গরুর জ্বর (Fever for New born calf)	৩২৭
	বাছুরের সাদা উদারাময় (Calf Scour/Colibacillosis)	৩২৮
	বাদলা রোগ (Black quarter/BQ)	৩২৮
	নাভীরোগ (Navel ill)	৩২৯
	ক্ষুরা রোগ (Foot and Mouth Disease)	৩৩০
	রক্তস্বল্পতা (Anaemia)	৩৩২
❒	**পরজীবিঘটিত রোগসমূহ (Parasitic Diseases)**	৩৩৩
	রক্ত আমাশয় (Coccidiosis)	৩৩৫
	নিউমোনিয়া (Pneumonia)	৩৩৬
	ডার্মাটাইটিস (Dermatitis)	৩৩৬
❒	**ছাগলের রোগ (Diseases of Goat)**	৩৩৭
	ভূমিকা (Introduction)	৩৩৭
	ধনুষ্টংকার (Tetanus)	৩৩৭
	ওলান প্রদাহ (Mastitis)	৩৩৯
	তড়কা/এ্যানথ্রাক্স (Anthrax)	৩৪১
	এন্টারোটক্সিমিয়া (Enterotoxemia)	৩৪২
	জয়েন্ট ইল (Joint ill)	৩৪২
	ছাগলের প্লেগ (P.P.R)	৩৪৪
	ক্ষুরারোগ (Foot and Mouth Disease)	৩৪৬
	একথাইমা/ঠোঁটের ক্ষত রোগ (Ecthyma)	৩৪৭
	ছাগলের বসন্ত (Goat Pox)	৩৪৮
	ছাগল-ভেড়ার বসন্ত (Goat-Sheep pox)	৩৪৯
❒	**ছাগলের পরজীবিজনিত রোগ (Parasitic Disease of Goat)**	৩৫১
	গিড ডিজিজ (Gid disease)	৩৫৩
	ছাগলের মেঞ্জ রোগ (Mange Disease)	৩৫৪
	কেডস (Keds)	৩৫৬
	কিটোসিস (Ketosis)	৩৫৭
	দুগ্ধ জ্বর/মিল্ক ফিভার (Milk Fever)	৩৫৭
	গ্রাস টিটানি (Grass tetany)	৩৫৮
	চোখে সাদা পর্দা পড়া (Corneal Opacity)	৩৫৮
	মূত্র থলিতে পাথর (Urolithiasis)	৩৫৯

পার্ট-৩ পশুর অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা
TREATMENT OF ANIMAL BY OPERATION

❒	ভূমিকা (Introduction)	৪৬৭
❒	সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও তাদের ব্যবহার (Surgical Instruments and their Uses)	৪৬৭
❒	অসাড়করণ/ অ্যানেস্থুসিয়া (Anaesthesia)	৪৭৬
❒	ফোড়া (Abscess)	৪৭৯
❒	নাভিরোগ (Navel ill)	৪৮২
❒	পোকাপড়া (Myiasis)	৪৮৫
❒	মলদ্বারের ছিদ্র বন্ধ (Atresia of Ani)	৪৮৭
❒	শিং ভাংগা (Broken Horn)	৪৮৮
❒	খোঁজাকরণ (Castration)	৪৯১
❒	সিস্ট (Cyst)	৪৯৫
❒	কেটে গিয়ে ক্ষত (Cut Wound)	৪৯৬
❒	সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার (Caesarean Operation)	৪৯৭
❒	হার্নিয়া (Hernia)	৫০৩
❒	হাড় ভেঙ্গে যাওয়া (Fracture of Bone)	৫০৫
❒	গিড ডিজিজ (Gid disease)	৫০৬
❒	লেজ নেক্রোসিস রোগ (Tail necrosis disease)	৫০৮
❒	আপওয়ার্ড প্যাটেলার ফিকসেশন (Upper Pattela fixation)	৫১১
❒	মুত্রাঙ্গের পাথর (Urolithiasis)	৫১৩
❒	টিউমার (Tumor)	৫১৫
❒	জোয়াল ঘর্ষন রোগ (Yoke Gall)	৫১৬
❒	পোড়া (Burn)	৫১৮
❒	পায়ের ক্ষুরের বিকলঙ্গতা (Hoof Deformity of Legs)	৫২১
❒	অপারেশনের পূর্বে, পরে এবং অপারেশনের সময় করণীয়	৫২৫

পার্ট-৪

হাঁস-মুরগির রোগ ও তাদের দমন
POULTRY DISEASES AND ITS CONTROL

❐	ভুমিকা (Introduction)	৫২৯
❐	রোগের কারণসমুহ (Causes of Diseases)	৫২৯
❐	সংক্রামক রোগ মুক্ত হওয়ার উপায় (Free from Infections Diseases)	৫৩১
❐	হাঁস-মুরগির রোগসমূহ ও চিকিৎসা (Poultry Diseases and Treatment)	৫৩৪
❐	রোগ নির্ণয়ে পরীক্ষাসমূহ (Examination to Disease Diagnosis)	৫৩৪
❐	**মোরগ-মুরগির ব্যাকটেরিয়াল রোগসমূহ (Bacterial Diseases of Poultry)**	৫৩৬
	পুলোরাম রোগ (Pullorum disease)	৫৩৬
	ফাউল টাইফয়েড (Fowl Typhoid)	৫৩৮
	ফাউল কলেরা (Fowl Cholera)	৫৪০
	ডাক কলেরা (Duck Cholera)	৫৪৩
	ইনফেকসাস করাইজা (Infectious Coryza)	৫৪৪
	কলিবাসিলোসিস (Colibacillosis)	৫৪৬
	স্টেফাইলোকক্কোসিস (Staphylococcosis)	৫৪৮
	ওমফেলাইটিস (Omphalitis)	৫৪৯
	মাইকোপ্লাজমোসিস (Mycoplasmosis)	৫৫১
❐	ছত্রাক জনিত রোগ (Fungal Diseases)	৫৫৪
❐	এ্যাস্পারজিলসিস (Aspergillosis)	৫৫৪
❐	**ভাইরাস জনিত রোগ (Viral Diseases)**	৫৫৬
	রাণীক্ষেত/নিউক্যাসল রোগ (Ranikhat /Newcastle Disease)	৫৫৬
	হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধে কতিপয় সুপারিশমালা	৫৬০
	গৃহপালিত হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাবলী	৫৬০
	গামবোরো রোগ (Gumbora) or ইনফেকশাস বার্সাল ডিজিজ (Infectious Bursal diseases)	৫৬০
	বসন্ত রোগ (Avian pox)	৫৬৩
	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (Avian Influenza) / বার্ড-ফ্লু (Bird flue)	৫৬৫
	ম্যারেক্স রোগ (Marek's Disease)	৫৬৯

❒	হাঁসের রোগ প্রতিরোধে টিকা প্রয়োগের কর্মসূচি	৫৯৯
	এলানকো প্রস্তাবিত ভ্যাকসিন কর্মসূচি	৬০০
	বাণিজ্যিক ব্রয়লারের প্রস্তাবিত ভ্যাকসিন কর্মসূচি	৬০১
	যে সব কারণে ভ্যাকসিন দেয়ার পরও ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় তা নিচে দেয়া হলো	৬০১

পার্ট-৫ ভেটেরিনারি চিকিৎসার ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ ঔষধসমূহ

IMPORTANT MEDICINE FOR VETERINARY TREATMENT

❒	ভূমিকা (Introduction)	৬০৩
❒	এন্টিবায়োটিক (Antibiotic)	৬০৩
❒	পেনিসিলিন (Penicillin)	৬০৩
❒	পেনিসিলিন + স্ট্রেপটোমাইসিন (Penicillin + Streptomycin)	৬০৪
❒	এমক্সিসিলিন (Amoxycillin)	৬০৫
❒	এমপিসিলিন (Ampicillin)	৬০৭
❒	অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (Oxytetracycline)	৬০৭
❒	জেন্টামাইসিন (Gentamicin)	৬০৯
❒	সিপ্রোফ্লক্সাসিন (Ciprofloxacin)	৬১০
❒	টাইলোসিন (Tylosin)	৬১১
❒	মারবোফ্লাক্সাসিন (Marbofloxacin)	৬১২
❒	সেফট্রিএক্সোন (Ceftriaxone)	৬১২
❒	সেফটিফার (Ceftiofur)	৬১৩
❒	সালফোনামাইড গ্রুপের ঔষধ (Sulphonamides group of drugs)	৬১৪
❒	এন্টিহিস্টামিন ড্রাগস (Anthistaminic drugs)	৬১৮
❒	নন স্ট্রেরোয়েড এবং এন্টিইনফ্লামেটরি ড্রাগস/Non Steroidal and Anti Inflammatroy drugs (NSAID)	৬১৯
❒	কেটোপ্রোফেন (Ketoprofen)	৬১৯
❒	মেলোক্সিকেম (Meloxicam)	৬২০
❒	টলফেনামিক এসিড (Tolfenamic Acid)	৬২০

	ভিটামিন বি কম্পপ্লেক্স (Vitamin B Complex)	৬৭৯
	ভিটামিন বি+সি (Vitamin B+C)	৬৮০
	ভিটামিন এ, ডি এবং ই (Vitamin A, D & E)	৬৮১
	জিঙ্ক (Zinc)	৬৮২
	ভিটামিন ই (Vitamin E)	৬৮৩
	ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স (Vitamin-mineral premix)	৬৮৪
	কফ নিঃসারক (Cough Expectorant)	৬৮৬
	লিভার টনিক (Liver Tonic)	৬৮৬
❒	**জীবাণুরোধক ও জীবাণুনাশক ঔষধসমূহ (Anti-septic and Disinfectant Drugs)**	৬৮৯

পার্ট-৬

ভেটেরিনারি চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী
USEFUL INFORMATION FOR VETERINARY TREATMENT

❒	ভূমিকা (Introduction)	৬৯৫
❒	প্রাণিসম্পদের ইতিহাস (History of livestock)	৬৯৫
❒	বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদের ভৌগলিক বিস্তার (Location and dispersion of livestock in Bangladesh)	৬৯৬
❒	আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ (Socio-Economic Improvement of Livestock in Bangladesh)	৭০২
❒	প্রাণিসম্পদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic importance of livestock)	৭০৭
❒	জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান (Contribution of livestock in GDP)	৭০৯
❒	প্রাণিসম্পদের প্রকারভেদ (Classification of livestok)	৭১২
❒	গৃহপালিত পশুর জ্যুলোজিক্যাল শ্রেণী বিন্যাস (Zoological classification of domestic animals)	৭১২
❒	গাভী গরম হওয়া বা ডাকে আসার লক্ষণসমূহ	৭১৮
❒	গাভী গর্ভবতী হওয়ার সাধারণ লক্ষণসমূহ	৭১৮
❒	গ্রামীণ পরিবেশে গাভী পালনের চিত্র	৭১৯
❒	গবাদিপশুর দৈহিক ওজন নির্ণয়	৭১৯

❒	সুস্থ গবাদি পশুর স্বাভাবিক তাপমাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি এবং নাড়ীর গতির বিবরণ	৭২০
❒	বিভিন্ন স্ত্রী জাতীয় গৃহপালিত পশুর রিপ্রোডাকটিভ দক্ষতা (Reproductive performance of different female domestics animals)	৭২১
❒	বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর গর্ভধারণকাল ও দুগ্ধবতীকাল এর বিবরণ	৭২১
❒	বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত গবাদিপশুর রোগ প্রতিষেধক টিকা এবং টিকার সূচী	৭২২
❒	গবাদি পশুর সুষম খাদ্যের উপকরণ (Ingredients of Balance Rations)	৭২৩
❒	দুগ্ধবতী গাভী ও শুল্ক গাভীর জন্য	৭২৪
❒	আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ওজন ও মাপ	৭২৫
❒	ওজন ও মাপের তুলনা	৭২৫
❒	জীবাণুরোধক ও জীবাণু নাশক ঔষধসমূহ (Anti-Septic And Disinfectants Drugs)	৭২৬
❒	পভিসেভ সলুশন (Povisep Solution), জেসন (Jayson)	৭২৬
❒	সুপারসেপ্ট (Supersept, Arifs), আরিফস (বাংলাদেশ) লিঃ	৭২৭

পার্ট-৭

গৃহপালিত পশু-পাখির রোগের ব্যবস্থাপত্র

PRESCRIPTION FOR THE DISEASES IN DOMESTIC ANIMAL AND BIRDS

❒	**প্রাণির রোগের ব্যবস্থাপত্র লেখার পদ্ধতি (Method of Prescription writing in Animal Disess)**	৭৩৯
❒	**গরু ও মহিষের জন্য ব্যবস্থাপত্র (Prescription for Cow and Buflalo)**	৭৪৩
	বকনা গরুর ডায়রিয়া (Diarrhoea)	৭৪৩
	গরুর ডায়রিয়া (Diarrhoea)	৭৪৪
	গাভীর পেট ফাঁপা (Tympany/Bloat)	৭৪৫
	মহিষের পেট ফাঁপা (Bloat of Buffalo)	৭৪৬
	বকনা গরুর পাতলা পায়খানা (Diarrhoea of Heifer)	৭৪৭
	প্রাণির শরীরে জ্বর (Fever of Animals)	৭৪৭
	ওলান প্রদাহ (Mastitis)	৭৪৮
	ওলান দিয়ে পুঁজ ও পচা রক্ত আসা (Pus or bed blood from udder)	৭৪৮
	তীব্র ওলান ফোলা রোগ (Acute Mastitis)	৭৪৯

	মুরগির পাতলা পায়খানা/এন্টারাইটিস (Diarrhoea / Enteritis of poultry)	৭৮৫
	মুরগির গামবোরো (Gumboro / Infectious Bursal Disease)	৭৮৫
	ডাক প্লেগ (Duck Plague)	৭৮৬
❐	**পোষা পাখির জন্য চিকিৎসাপত্র (Prescription for Pet Birds)**	৭৮৭
	কাকতাডুয়ার সালমোনেলোসিস (Samonellosis of Kaktarua)	৭৮৭
	লাভ বার্ডের পাতলা পায়খানা (Diarrhoea of love birds)	৭৮৭
	লাভ বার্ডের ডিম পাতলা হয়ে যাওয়া (Thin Shell egg of love birds)	৭৮৮
❐	**কবুতরের ব্যবস্থাপত্র (Prescription for Pigeon)**	৭৮৯
	কবুতরের বসন্ত (Pigeon Pox)	৭৮৯
	কবুতরের কলেরা (Pigeon cholera)	৭৯০
	মাইকোপ্লাজমোসিস রোগ (Mycoplasmosis disease)	৭৯০
	কবুতরের রাণীক্ষেত (Ranikhat / ND disease)	৭৯১
	কবুতর ঝিমানো রোগ (Drowsiness of pigeon)	৭৯১
	মুখে ও গলায় পুঁজ জমা (Canker)	৭৯২
	মাথা ঘুরানো (Head circling)	৭৯২
	কবুতরের বমি হওয়া (Vomiting)	৭৯৩
	কবুতরের গোলকৃমিজনিত রোগ (Round worm infestation)	৭৯৩
	কবুতরের উকুন (Lice infestation of pigeon)	৭৯৪
	আঁঠালির আক্রমন (Tick infestation)	৭৯৪
	পক্ষাঘাত (Paralysis)	৭৯৫
	কীটনাশক বিষক্রিয়া (Insecticide Poisoning)	৭৯৫
❐	**টার্কির বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থাপত্র (Prescription of different disess in Tarkey)**	৭৯৬
	টার্কির পাতলা পায়খানা (Diarrhoea of pigeon)	৭৯৬
	টার্কির রাণীক্ষেত (Ranikhat / ND disease)	৭৯৬
	টার্কির রক্ত আমাশয় (Coccidiosis in Turkey)	৭৯৭
	মাইকোপ্লাজমোসিস রোগ (Mycoplasmosis disease)	৭৯৭
	টার্কির কলেরা (Turkeys cholera)	৭৯৮
	টার্কি সালমোনেলোসিস (Samonellosis of Turkey)	৭৯৮

ভেটেরিনারি চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি

NECESSARY EQUIPMENTS FOR VETERIANARY TREATMENT

ভেটেরিনারি চিকিৎসার সফলভাবে করতে হলে রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও সার্জারি করার জন্য মৌলিক কিছু যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Useful Instruments for treatment)

প্রাণি রোগ নির্ণয় ও ভেটেরিনারি চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. এপ্রোন (Apron): ইহা পরিধান করে চিকিৎসা করলে জামা-কাপড় নষ্ট হওয়ার সুযোগ থাকে না।

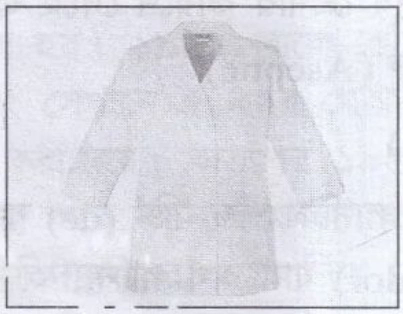

২. গামবুট (Gumboot): এটি ব্যবহারে চিকিৎসকের পায়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে না।

৩. ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার (Clinical Thermometer): প্রাণির শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

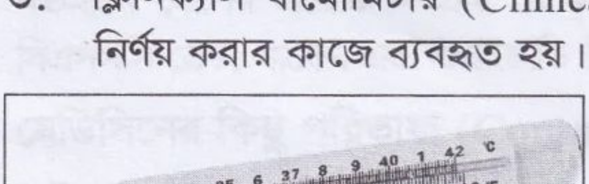

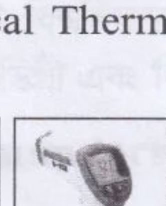

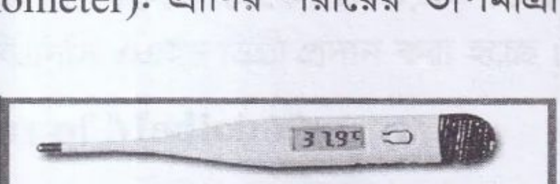

৪. স্টেথোসকোপ (Stethoscope): এটি প্রাণির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ও হৃৎপিন্ডের স্পন্দন শুনার কাজে ব্যবহার হয়।

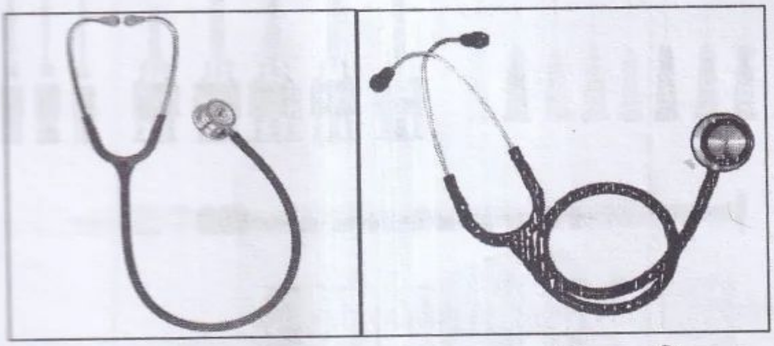

৫. সিরিঞ্জ ও নিডিল (Syringe and Needle): প্রাণির শরীরে যে কোন ইঞ্জেকশন প্রয়োগ বা পুশ করার জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়।

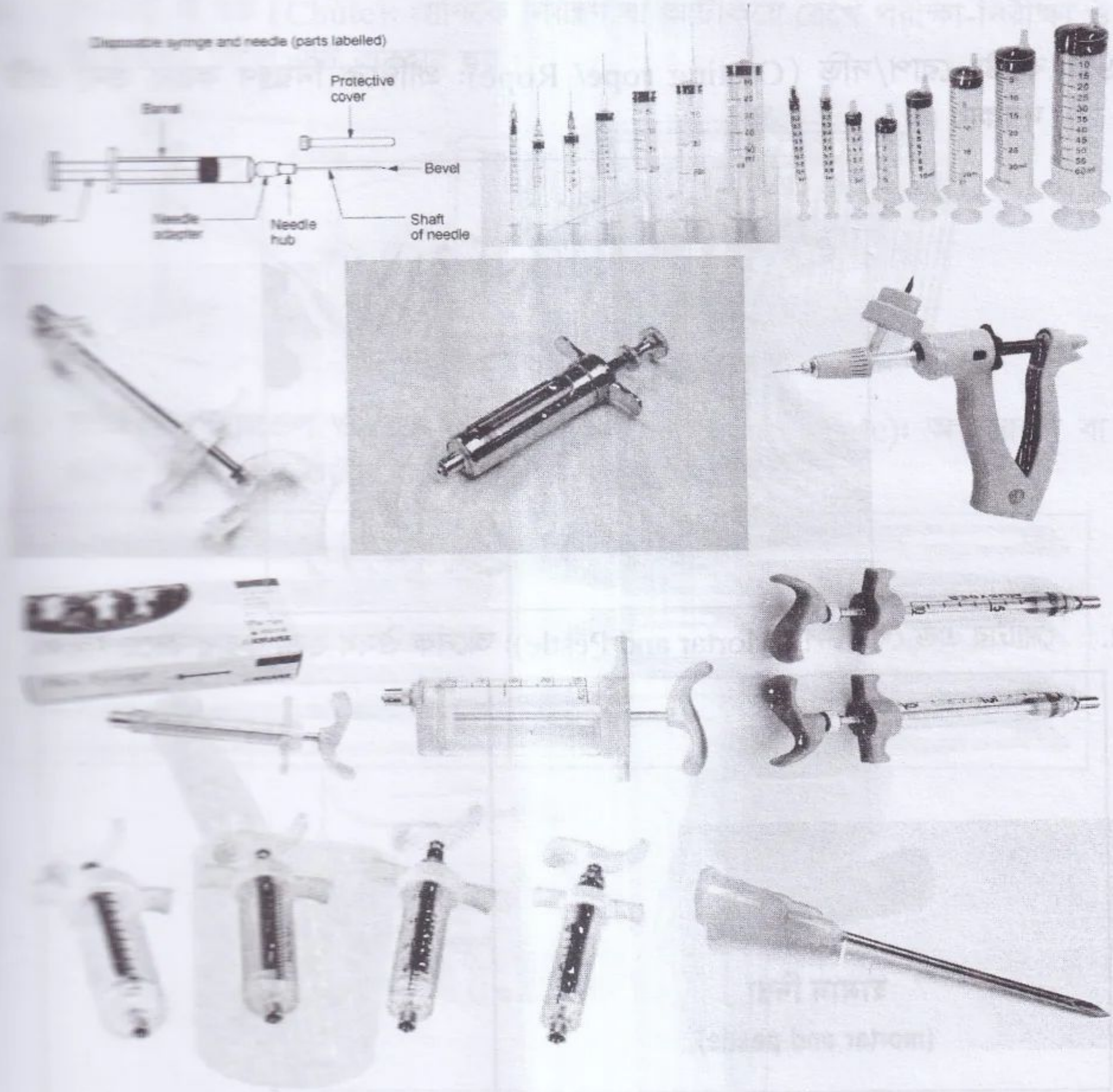

৮. ড্রেনসিং বোতল (Drensing bottle): মুখে খাওয়ানোর জন্য নিরাপদ বোতল।

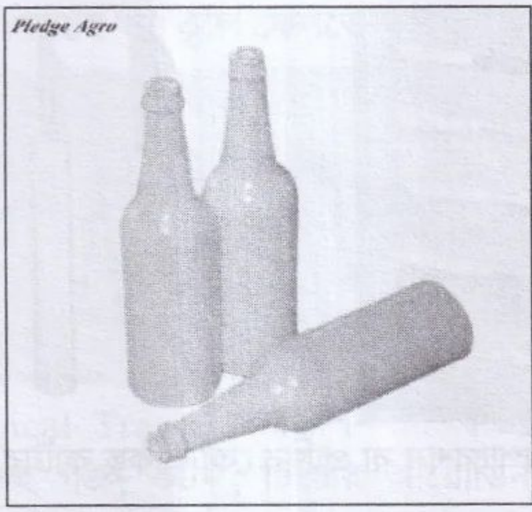

৯. খোয়াড় বা শুট (Chute): প্রাণিকে নিয়ন্ত্রণ বা আটকিয়ে রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ইঞ্জেকশন দিতে এটি ব্যবহার হয়।

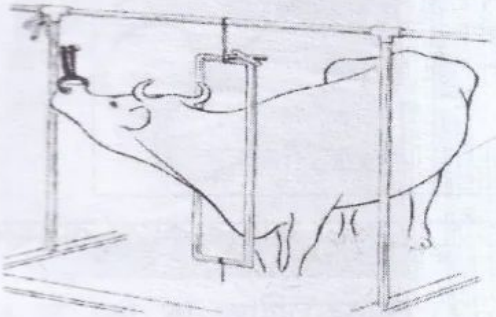

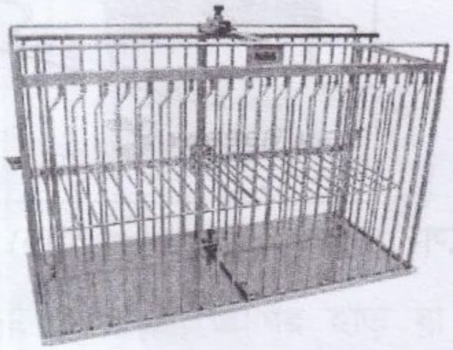

১০. সার্জিক্যাল হ্যান্ডেল ও ব্লেড (Surgical Handle and Blade): অপারেশন বা প্রাণির কোন কিছু কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।

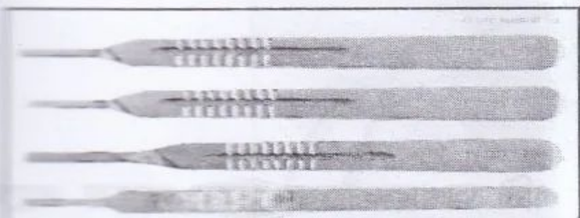

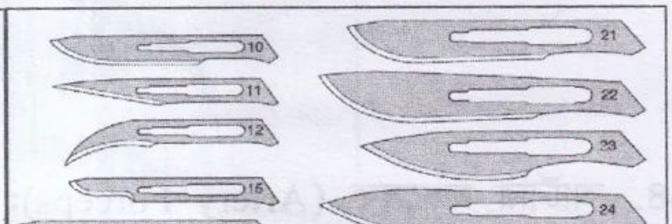

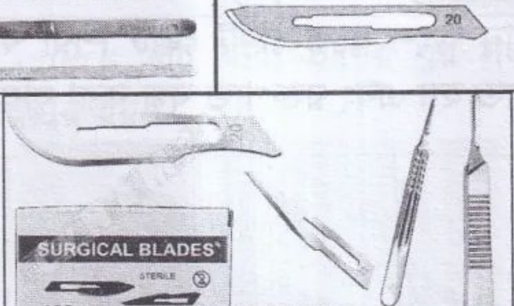

প্রাণির রোগ নির্ণয় পদ্ধতি
MEHTODS OF DISEASE DIAGNOSIS IN ANIMAL

অসুস্থ প্রাণিতে সুস্থ প্রাণির স্বাভাবিক লক্ষণগুলোর পরিবর্তন ঘটে এবং রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রাণিকে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। অসুস্থতা নির্ণয় করার পূর্বে অবশ্যই সুস্থ প্রাণির বাহ্যিক লক্ষণ জানতে হবে।

গৃহপালিত প্রাণি সুস্থ নাকি অসুস্থ এটা বুঝতে হলে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। গবাদিপ্রাণি সুস্থ বা অসুস্থ এটা বোঝার উপায় হলো:

সুস্থ পশুর বৈশিষ্ট্য (Signs of good health in animal)

- পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রাণিটি সজাগ থাকবে অর্থ্যাৎ প্রাণির নিকট কেউ আসলে বা শব্দ হলে সেই মূহুর্তে দৃষ্টি দিয়ে বা কান খাড়া করে সাড়া দিবে।
- শরীরের পশম মসৃণ ও তেলতেলে থাকবে অর্থাৎ প্রাণির শরীরের লোম উজ্জল, মসৃণ ও চকচকে থাকবে।
- প্রাণির নাকের অগ্রভাগে ভেজা ও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমবে ও চকচকে হবে।
- নাক, মুখ, চোখ ও কান পরিষ্কার থাকবে।
- সব সময় লেজ ও কান নাড়াচাড়া করবে।
- প্রাণি স্বাভাবিক ভাবে মশা-মাছি, ড্যাশ ইত্যাদি লেজ ও মুখের সাহায্যে তাড়াবে।
- প্রাণি স্বাভাবিক নড়াচড়া করবে।
- প্রাণির শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।
- শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে।
- খাওয়া দাওয়ার রুচি থাকবে।
- পিপাসা স্বাভাবিক থাকবে।
- প্রাণি দিনে ৭/৮ বার জাবর কাটবে।
- পায়খানা-প্রস্রাব স্বাভাবিক থাকবে এবং সঠিক রং থাকবে।

উপরে একটি সুস্থ প্রাণির স্বাভাবিক লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। কোন প্রাণির দেহে বা আচরণে উপরে বর্ণিত এসব লক্ষণের কোন ব্যতিক্রম দেখলে বুঝতে হবে প্রাণি রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তখন রোগ নির্ণয় করার পর চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হয়। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি প্রয়োজন হয়।

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি (Method of Disease Diagnosis)

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি প্রধানত দুই ভাবে করা যায়।

১। রোগাক্রান্ত প্রাণির ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা
২। গবেষণাগারে নমুনা পরীক্ষা।

১। রোগাক্রান্ত প্রাণির ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার জন্য নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ নিতে হয়

১. রোগের ইতিহাস জানা (To Know History of Disease)

ভেটেরিনারি চিকিৎসায় ডাক্তারকে রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগের ইতিহাস জানা অত্যাবশ্যক। কারণ প্রাণি কথা বলতে পারে না। তাই রোগের ইতিহাস হিসেবে অসুস্থ প্রাণির নিম্নে বর্ণিত তথ্য প্রাণি মালিক/প্রাণির পরিচর্যাকারীর নিকট হতে জানতে হবে।

(১) কোন প্রজাতির প্রাণি?
গরু ছাগল, মহিষ অথবা ঘোড়া- কারণ সব রোগ সকল প্রজাতির হয় না। যেমন- ক্ষুরা রোগ গরুর, ছাগল, মহিষের হয় ঘোড়ার হয় না।

(২) প্রাণির বয়স কত?
কারণ সব রোগ সকল বয়সের প্রাণিতে হয় না- যেমন বাছুর গরুর Calf diphtheria হয় এবং বড় গরুতে এ রোগ হয় না।

(৩) লিঙ্গ কি? অনেক রোগ স্ত্রী প্রাণিতে হয়, পুরুষ প্রাণিতে হয় না। আবার পুরুষ প্রাণিতে হয় স্ত্রী প্রাণিতে হয় না।

(৪) কোন জাতের প্রাণি?
কারণ সকল রোগ সব জাতের প্রাণিতে হয় না।

(৫) কোন দিন/ কখন থেকে রোগের লক্ষন দেখা গেছে?

(৬) প্রাণি পানি ও খাবার স্বাভাবিক খাচ্ছে কিনা?

(৭) প্রাণি ঠিকমত জাবর কাটছে কিনা?

(৮) প্রাণি স্বাভাবিক পায়খানা প্রস্রাব করছে কিনা?

(৯) ফার্মের অন্য কোন প্রাণি এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা?

(১০) প্রাণিটি পূর্বে কখনো এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল কিনা?

(১১) কোন চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে কিনা? চিকিৎসা করা হলে কী কী চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে?

(১২) পায়খানা প্রস্রাবের রং কেমন?

(১৩) প্রাণির আনুমানিক ওজন কত?

(১৪) প্রাণি কোথা থেকে নেয়া হয়েছিল?

(১৫) প্রাণিকে কোন টিকা দেয়া হয়েছিল কিনা?

(১৬) ঐ এলাকায় অন্য প্রাণির হয়েছিল কিনা?
(১৭) চিকিৎসা দেয়া হলে কি ধরণের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে?
(১৮) আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কত?
(১৯) বর্তমানে প্রাণির অসুবিধা কি ইত্যাদি।

২. অসুস্থ প্রাণি পর্যবেক্ষণ

রোগ নির্ণয়ের জন্য রুগ্ন প্রাণিকে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। প্রাণিকে পর্যবেক্ষণ করে প্রাণির-

(ক) প্রাণির বাহ্যিক অবস্থা কেমন?
(খ) প্রাণির আচরণ।
(গ) দেহের ভঙ্গি যেমন-দাঁড়ানো, শোয়া বা চলার ভঙ্গি এবং
(ঘ) প্রাণির মুখ, নাক, চোখ হতে শ্লেষ্মা ঝরে পড়া প্রভৃতি লক্ষণ গুলো পরীক্ষা করতে হবে।

৩. প্রাণির দেহ পরীক্ষা (Examination of Animal Body)

প্রাণির দেহ বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করা যায়, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(ক) ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা (Clinical examination)

প্রাণির রোগ নির্ণয় করার জন্য হাতে-কলমে যে সব ক্লিনিক্যালি করা হয় তা বর্ণনা করা হলো:

i) শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় (Determination of body temperature)

প্রাণির রোগ নির্ণয়ের জন্য শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা যা রোগ নির্ণয়ে সহজ হয়। প্রাণির সংক্রামক রোগে ও আঘাতজনিত কারণে প্রাণি জ্বরে আক্রান্ত হয়। জ্বর হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য মানুষের যেমন কপালে হাত দিয়ে কিছুটা বোঝা যায় প্রাণির কানের গোড়ায় হাত দিয়েও জ্বরের আন্দাজ করা যায়। তবে প্রকৃত জ্বর নির্ণয় করার জন্য ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা উত্তম পদ্ধতি।

গৃহপালিত প্রাণির অনেক রোগ আছে যে রোগ হলে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে যায় যেমনঃ সংক্রামক রোগ। আবার অনেক রোগের আক্রমণে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থেকে কমে যায় যেমনঃ কীটনাশক দ্বারা বিষক্রিয়া, Impaction, ডিহাইড্রেশন ইত্যাদি। প্রাণির স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিম্নবর্ণিত কারণে বৃদ্ধি পায়: গরমের দিনে, গর্ভকালে, Heat আসলে, পরিশ্রম বেশি করলে, কাজ করলে, আবহাওয়া Change হলে। রুগ্ন প্রাণির তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য, মানুষের দেহের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় সেই একই থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় (চিত্র-১)।

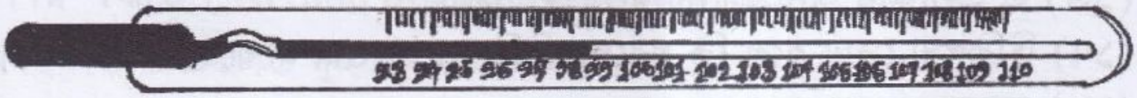

চিত্র ১: তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার

তাপমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি (Method of temperature determination)

প্রাণির শরীরের তাপমাত্রা দেখার জন্য থার্মোমিটার প্রাণির মলদ্বারের ভিতরে ঢুকিয়ে শরীরের তাপমাত্রা মাপতে হয়। থার্মোমিটারের পারদের দিকে ভেসেলিন মাখিয়ে সেই দিক প্রাণির মলদ্বারে প্রবেশ করিয়ে একটু কাত করে ধরতে হবে যাতে পারদের প্রান্ত পায়খানার দ্বারের মিউকাস মেমব্রেন স্পর্শ করে (চিত্র ২ ও ৩)। কমপক্ষে ১-২ মিনিট রেখে বের করতে হবে এবং তাতে পারদের মাপ দেখে সঠিক তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়।

চিত্র ২: ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের সাহায্যে গরুর তাপমাত্রা নির্ণয় পদ্ধতি

চিত্র ৩: ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারের সাহায্যে ছাগলের তাপমাত্রা নির্ণয় পদ্ধতি

প্রাণির স্বাভাবিক তাপমাত্রা

প্রাণির শরীরের তাপমাত্রা মেপে তা স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে কম না বেশি সেটা জানতে হলে স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত তা জানতে হবে। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিম্নে দেওয়া হলোঃ

টেবিল ১: প্রাণির স্বাভাবিক তাপমাত্রা (ডিগ্রী ফারেনহাইট)

প্রাণির ধরন	তাপমাত্রা	গড় তাপমাত্রা
বাছুর	১০১.৩-১০৪°F (ডিগ্রী ফারেনহাইট)	১০৩°F
ষাঁড়	১০১-১০৩°F " "	১০২°F
গাভী	৯৯.৫-১০৩°F " "	১০২°F
মহিষ	৯৯.৫-১০৩°F " "	১০১°F
ছাগল	১০১.৩-১০৪°F " "	১০৩°F
ভেড়া	১০১.৩-১০৪°F " "	১০৩°F
ঘোড়া	১০০.৫-১০২°F " "	১০১°F
কুকুর	১০১.০-১০৩°F " "	১০২°F
বিড়াল	১০১.০-১০৩°F " "	১০২°F
মোরগ-মুরগি	১০৫-১০৮°F " "	১০৭°F

ii) শ্বাস কার্যে গতি (Breathing rate)

প্রাণির রোগ নির্ণয়ের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের হার জানা প্রয়োজন হয়। প্রাণির নাকের কাছে হাত দিয়ে মিনিটে কত বার শ্বাস ত্যাগ হচ্ছে তা থেকে শ্বসনের হার নির্ণয় করা যায়। প্রাণির সামনে যাওয়া বিপদজনক মনে হলে মিনিটে কত বার পেট উঠানামা করছে তা দূর থেকে দেখা যেতে পারে সেটিই হবে শ্বসনের হার। এছাড়া থোরাক্স (Thorax) বা ট্রাকিয়া (Trachea) এর উপর অসকালটেশন (Auscaltation) পদ্ধতিতে শ্বসনের হার নির্ণয় করা যায় (চিত্র-০৪)। সুস্থ স্বাভাবিক বিভিন্ন প্রাণির শ্বাস-প্রশ্বাসের হার নিম্নে দেওয়া হলো।

চিত্র ৪: থোরাক্স (Thorax) এর উপর অসকালটেশন (Auscaltation) পদ্ধতিতে শ্বসনের হার নির্ণয়